ডিগ্রী বনাম ডিপ্লোমা

কোন্‌পথে আইটি ক্যারিয়ার?

ক্যারিয়ার

তথ্য প্রযুক্তিতে গত দুই বছর ধরে বিরাজমান সাফল্য, যাকে বুম বলে ডাকা হচ্ছে সেই বুম আর থাকতে যাচ্ছে না। উর্ধ্বমুখী আইটি শিল্প আবার নিম্নমুখী হয়ে যাবে এবং যাচ্ছে বলে এক্সপার্ট এবং প্রোফেশনালদের মতামত। অনেক কম্পিউটার এবং আইটি ইন্ডাস্ট্রি ইন্সটিটিউট এই সত্যটি অনুধাবন করে লভ্যাংশ ধরে রাখতে ছাঁটাই করতে আরম্ভ করছে ব্যাপক আইটি কর্মচারী। আইটি ইন্ডাস্ট্রির এই নিম্নমুখিতার একটি বড় দিক হলো অর্থনৈতিক কারণ। যেহেতু আমেরিকা এবং ইউরোপই সবচেয়ে বড় দুই আইটির ক্ষেত্র, সেহেতু সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা এখন এমন যে তাদের পক্ষে খুব বেশী খরচ করে ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে টিকে থাকা সম্ভব নয়। বড় বড় কোম্পানী এখন আর সবাই নিজের আইটি ডিপার্টমেন্টও বজায় রাখতে রাজী নয়। এদের ভিতরে অনেকেই আইটি সাপোর্টের জন্য থার্ডপার্টিদের উপরে নির্ভর করতে পছন্দ করছে। আইটি ওয়ার্ক ফোর্সের উপর থেকে নির্ভরতাও দিন দিন কমে আসছে। কম্পিউটারই এখন মানুষের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য সার্ভিসেও এখন ম্যানুয়াল লেবারের চাইতে টুলসের ব্যবহার এবং অটোমেটেড সিস্টেমের আগমনের ফলে আইটি তে দক্ষ জনশক্তির সংখ্যাগত চাহিদাও কমে এসেছে। গত ১১ সেপ্টেম্বরের পরে বিশ্ব অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। ডট কম ক্র্যাশের কারণে আমেরিকায়ও আইটি প্রফেশন্যালদের ভবিষ্যত এখন ততটা উজ্জ্বল নয়। আমেরিকাই শুধু নয়, কানাডা এবং অন্য পশ্চিমা দেশগুলোও বিদেশ থেকে আইটি রিক্রুটমেন্ট এক কথায় বন্ধ করেই দিচ্ছে দিন দিন। সেদিক থেকে ছাত্ররা একথা বুঝতে পারছেন যে, কেবল ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেশন তাদের তেমন বড় কিছু দিতে পারবে না। বিদেশেতো নয়ই এমনকি দেশের ভিতরেও কাজ পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে অচিরেই। কেবল হায়ার ডিগ্রী প্রোগ্রামই ক্যারিয়ার গড়তে বড় ধরনের সাহায্য করতে পারে। লোকাল সার্টিফিকেশন এবং কোর্সগুলো আইটি ইউজার হিসাবে গড়ে তুলতে হয়তো সাহায্য করতে পারে কিন্তু বিদেশের হাইটেক ইন্ডাস্ট্রির জন্য এগুলো কখনোই যোগ্য হতে পারে না। বেশিরভাগ ইন্ডাস্ট্রিতেই কাজের জন্য এগুলো রিকগনাইজড নয়। এমনকি, গাল ভরা বুলি দিয়ে যেসব বিদেশী ট্রেনিং ইন্সটিটিউটগুলো দিনের পর দিন এদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের রঙিন স্বপ্ন দেখাচ্ছে তারাও সামনে আরো কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হবে। যেসব ছাত্রছাত্রী বিশাল অংক দিয়ে এসব ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে ভর্তি হচ্ছে তারা যখন পাস করে বেরিয়ে আসছে তখন তাদের সামনে থাকছে না কোন প্রতিশ্রুতিশীল চাকরি কারণ এতজন আইটি ওয়ার্কারের জন্য যে পরিমাণ বড় বাজার থাকা উচিত তেমন বাজার বা ইন্ডাস্ট্রি আমাদের দেশে নেই। কেবল দেশেই নয়, বাইরের অবস্থাও সমানভাবে ভিন্ন।

> ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেশন তাদের তেমন বড় কিছু দিতে পারবে না। বিদেশেতো নয়ই, এমনকি দেশের ভিতরেও কাজ পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে অচিরেই। কেবল হায়ার ডিগ্রী প্রোগ্রামই ক্যারিয়ার গড়তে বড় ধরনের সাহায্য করতে পারে। লোকাল সার্টিফিকেশন এবং কোর্সগুলো আইটি ইউজার হিসাবে গড়ে তুলতে হয়তো সাহায্য করতে পারে কিন্তু বিদেশের হাইটেক ইন্ডাস্ট্রির জন্য এগুলো কখনোই যোগ্য হতে পারে না।

কারণ ক্যারিয়ার গড়তে নির্দিষ্ট কোন সফটওয়্যার বা অপারেটিং সিস্টেম নির্ভর ডিপ্লোমা কারো ক্যারিয়ারকে নিশ্চিত করতে পারবে না। প্যাকেজ বা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটির উপরে ডিপ্লোমা দেয়া হবে সেটিই বাজারে কতদিন টিকে থাকতে পারবে তা কেউই বলতে পারে না। ফলে এই জ্ঞান খুব সহজেই আউটডেটেড হয়ে যাবে। এমনকি দুই কি তিন বছর আগের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো এখন নতুন যুগের সাথে পাল্লা দিতে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ অপ্রয়োজনীয় হয়ে সেই জায়গায় আসছে সম্পূর্ণ নতুন প্লাটফর্ম। ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট ধারীরা সত্যিকার অর্থে কেবল স্বল্প বেতনের কম্পিউটার অপারেটর বা ডাটা এন্ট্রির কাজই আশা করতে পারে এখনকার কঠোর বাস্তবতার প্রেক্ষিতে। কোয়ালিফাইড প্রোফেশনালের সংজ্ঞা এখন অনেক ভিন্ন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে টিকতে হলে খুব ভালো কোয়ালিটির গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী এবং তার সাথে সাথে হায়ার ডিগ্রীর প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ইতিমধ্যেই আমাদের দেশে আইটি এডুকেশন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি তা নিতান্ত দুঃখজনক। এর ফলে যে বিরাট অংশ তাদের দরিদ্র পিতামাতার কষ্টের শেষ সম্বলটুকু খরচ করে ট্রেনিং নিয়ে বের হবে তাদেরকে আশানুসারে কারা চাকুরীটি প্রদান করবে এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই। মোড়ে মোড়ে যে চটকদার কথার ফুলঝুরি সাজিয়ে কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারগুলো খুলে বসেছে তাদের কাছ থেকে কোয়ালিটি এডুকেশন যেমন আসছে না তেমনি সেই এডুকেশন ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা কতদূর যাবে সেটাও কেউ ভাবছে না। আইটি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আমাদের এখন আরো বাস্তববাদী হতে হবে নইলে জাতির অনেক সময়ই নষ্ট হয়ে যাবে।

❑ সাদিক মোঃ আদম

JAN 09 2002